সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা
যে সকল পশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা কী ? ১
২. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে কোনো অর্থের প্রয়োজন আছে কি ? ১
৩. প্রশ্ন: কে এই আইনগত সহায়তা পাবেন ? ১
৪. প্রশ্ন: এই আইনে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় ? ২
৫. প্রশ্ন: এই আইনের অধীনে আইনগত সহায়তা পেতে হলে কী করণীয় ? ২
৬. প্রশ্ন: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম কোথায় পাওয়া যাবে? ২
৭. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র কোথায় দাখিল করতে হবে ? ২
৮. প্রশ্ন: কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হলে কী করতে হবে ? ২
৯. প্রশ্ন: সরকারি কোন সংস্থা আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ? ২
১০. প্রশ্ন: কোন আইনের অধীনে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ? ৩
১১. প্রশ্ন: 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' কোন মন্ত্রণালয়ে অধীন ? ৩
১২. প্রশ্ন: 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' পরিচালনার দায়িত্বে কারা থাকবেন ? ৩
১৩. প্রশ্ন: সংস্থাটি কী কী বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে ? ৩
১৪. প্রশ্ন: এই সংস্থার অধীনে কোন কোন এলাকায় সেবা প্রদান করা হয় ? ৪
১৫. প্রশ্ন: এই সংস্থা থেকে কোন ধরণের মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা হয় ? ৪
১৬. প্রশ্ন: এই আইনের আওতায় কি জামিনের জন্য আবেদন করা যায় ? ৪
১৭. প্রশ্ন: সুপ্রীম কোর্টের অধীনে কোন ধরনের মামলা চালানোর জন্যে সহায়তা করা হবে ? ৪
১৮. প্রশ্ন: মামলার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে হলে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ? ৪
১৯. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কি ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হবে ? ৪
২০. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সদস্য কারা ? ৪
২১. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মেয়াদ কত দিন ? ৫
২২. প্রশ্ন: জেলা কমিটি কত দিন পরপর সভা (মিটিং) করবে ? ৫
২৩. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি কী ? ৫
২৪. প্রশ্ন: উপজেলা কমিটির সদস্য কারা হবেন ? ৬
২৫. প্রশ্ন: উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির দায়িত্ব কী ? ৬
২৬. প্রশ্ন: ইউনিয়ন কমিটির সদস্য কারা হবেন ? ৬
২৭. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী কী ? ৭
২৮. প্রশ্ন: সহায়তার জন্যে করা আবেদন জেলা কমিটি উপেক্ষা করলে কি করণীয় ? ৭
২৯. প্রশ্ন: এই আইনে মামলার খরচ কে বহন করবে ? ৭
৩০. প্রশ্ন: আইনি সহায়তার উদ্দেশ্যে মামলা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আইনজীবী কিভাবে মনোনয়ন করা হবে ? ৭

৩১. প্রশ্ন: মামলা চালানোর জন্যে আইনজীবী আবেদনকারীর নিকট কোনো ফি চাইতে পারবে ? ৮
৩২. প্রশ্ন: দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ফি এর হার কত ? ৮
৩৩. প্রশ্ন: জেলাভিত্তিক আইনি সহায়তা কেন্দ্রগুলো কোথায় অবস্থিত ? ৮
৩৪. প্রশ্ন: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ? ৮

সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা

১. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা কী ?

উত্তর: আইনগত সহায়তা বলতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ জনগণকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানকে বোঝায়। আইনগত সহায়তার মধ্যে রয়েছে:

ক. আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন এমন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

খ. মামলা নিস্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান (Code of Civil Procedure, 1908) (Act No. V of 1908) এর Section 89A এবং 89B এর বিধান অনুসারে) ; এবং

গ. আইনজীবীর সম্মানীসহ মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ ও অন্য যে কোনো সহায়তা প্রদান।

২. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে কোনো অর্থের প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর: না। বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

৩. প্রশ্ন: কে এই আইনগত সহায়তা পাবেন ?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ আইনগত সহায়তা পাবেন:

ক. মুক্তিযোদ্ধা যাদের আয় বছরে ৬০০০ টাকার অনধিক অথবা কর্মক্ষম নন, আংশিকভাবে কর্মক্ষম বা কর্মহীন ;

খ. বয়স্কভাতা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তি,

গ. ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মাতা,

ঘ. পাচারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নারী বা শিশু,

ঙ. দুর্বৃত্ত দ্বারা এসিডদগ্ধ নারী বা শিশু,

চ. আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরাদ্দ প্রাপক কোনো ব্যক্তি,

ছ. অসচ্ছল বিধবা, স্বামী - পরিত্যক্তা এবং দুঃস্থ মহিলা,

জ. উপার্জনে অক্ষম এবং সহায় সম্বলহীন প্রতিবন্ধী,

ঝ. আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে না এমন ব্যক্তি,

ঞ. বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি যিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আর্থিকভাবে অসচ্ছল,

ট. আদালতের পক্ষ থেকে আর্থিকভাবে অসচ্ছল বলে বিবেচনা করা হবে এরূপ ব্যক্তি,

ঠ. জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচনা করা হয় এমন ব্যক্তি, এবং

ড. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি।

৪. প্রশ্ন: এই আইনে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় ?

উত্তর: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ অনুযায়ী 'আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার বার্ষিক গড় আয় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার অনধিক।

৫. প্রশ্ন: এই আইনের অধীনে আইনগত সহায়তা পেতে হলে কী করণীয় ?

উত্তর: সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি তার নাম, পূর্ণ ঠিকানা এবং সহায়তা চাওয়ার কারণ উল্লেখ করে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে বা সাদা কাগজে বোর্ড বা জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন দাখিল হলে, সংস্থা বা জেলা কমিটি আবেদনপত্রে একটি নম্বর প্রদান করে রেজিস্টারে আবেদনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে এবং আবেদনকারীকে একটি প্রাপ্তিরশিদ প্রদান করবে। আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনপত্রের একটি নমুনা এই তথ্যপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হলো।

৬. প্রশ্ন: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত স্থান ও ব্যক্তির নিকট এ ফরম পাওয়া যাবে:

ক. জেলা জজ কোর্টে অবস্থিত 'লিগ্যাল এইড অফিস';
খ. জেলখানা বা কারাগারর কর্মকর্তা;
গ. জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের কার্যালয়;
ঘ. জেলা কমিটির সহায়ক কর্মকর্তা এবং অফিস সহকারীর নিকট;
ঙ. জেলার আদালত সমূহের বেঞ্চ সহকারী ; এবং
চ. জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা ও উপজেলা কার্যালয়।

৭. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র কোথায় দাখিল করতে হবে ?

উত্তর: দরখাস্তকারী নিজে বা তার মামলা তদারককারী বা তদবিরকারী লিগ্যাল এইড অফিসে সরাসরি আবেদন করতে পারবে। এছাড়া, কারাগার কর্তৃপক্ষ, ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেম্বার, কমিশনার, সমাজসেবা কর্মকর্তা বা বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তার মাধ্যমেও আবেদনপত্র লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠানো যাবে। প্রতিটি আবেদনপত্র জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির সহায়ক কর্মকর্তা অথবা অফিস সহকারীর নিকট জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমাদানসহ যে কোনো প্রয়োজনে সহায়ক কর্মকর্তা অথবা অফিস সহকারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৮. প্রশ্ন: কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হলে কী করতে হবে ?

উত্তর: কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ৬০ দিনে মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করা যাবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৯. প্রশ্ন: সরকারি কোন সংস্থা আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ?

উত্তর: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ৩টি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

১০. প্রশ্ন: কোন আইনের অধীনে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তর: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০- এর অধীনে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ।

১১. প্রশ্ন: 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' কোন মন্ত্রণালয়ে অধীন ?

উত্তর: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ।

১২. প্রশ্ন: 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' পরিচালনার দায়িত্বে কারা থাকবেন ?

উত্তর: ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ডের অধীনে সংস্থাটি পরিচালিত হবে । নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিতগণ এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে থাকবেন:

ক. মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (চেয়ারম্যান)
খ. দুইজন সংসদ সদস্য (সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয়)
গ. অ্যটর্নী জেনারেল
ঘ. সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঙ. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
চ. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ছ. মহা-পুলিশ পরিদর্শক
জ. মহা-কারা পরিদর্শক
ঝ. ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
ঞ. সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ট. চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা
ঠ. বেসরকারি সংস্থার আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক ৩ জন প্রতিনিধি
ড. সরকার অনুমোদিত, প্রত্যেকটি জেলায় কর্মরত এমন নারী সংস্থার ৩ জন প্রতিনিধি
ঢ. পরিচালক, যিনি এই সংস্থার সচিবও হবেন

১৩. প্রশ্ন: সংস্থাটি কী কী বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে ?

উত্তর: সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলি সমূহ নিম্নরূপ:

ক. আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়হীন এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা যাচাই এবং এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন;
খ. আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্কিম প্রণয়ন;
গ. সরকারি খরচে মামলা পরিচালনা ও মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা ;
ঘ. দেওয়ানি, ফৌজদারি, পারিবারিক মামলাসহ সকল ধরনের মামলায় সহায়তা প্রদান;
ঙ. মামলার ডিক্রি ও রায়ের নকল বিনামূল্যে সরবরাহ;
চ. জেলা কমিটির কার্যাবলি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ, সরেজমিনে পরিদশন;
ছ. জরুরি প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ প্রদান;

জ. জেলা কমিটি কোনো আবেদন বা দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করলে তা বিবেচনা;

ঝ. আইনগত সহায়তা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্যে রেডিও টেলিভিশন ও গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার; এবং

ঞ. আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

১৪. প্রশ্ন: এই সংস্থার অধীনে কোন কোন এলাকায় সেবা প্রদান করা হয় ?

উত্তর: বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় (সম্প্রতি ৩টি পার্বত্য জেলা এর আওতায় আনা হয়েছে)।

১৫. প্রশ্ন: এই সংস্থা থেকে কোন ধরণের মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা হয় ?

উত্তর: নতুন দায়েরকৃত মামলা এবং ইতোমধ্যে বিচারকাজ চলছে এমন মামলা।

১৬. প্রশ্ন: এই আইনের আওতায় কি জামিনের জন্য আবেদন করা যায় ?

উত্তর: এ আইনে জেলে থাকা অবস্থায় জামিনের জন্য আবেদন করা যায়।

১৭. প্রশ্ন: সুপ্রীম কোর্টের অধীনে কোন ধরনের মামলা চালানোর জন্যে সহায়তা করা হবে ?

উত্তর: এ আইনে এখন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত শুধু জেল আপিলের আবেদন করা যায়।

১৮. প্রশ্ন: মামলার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে হলে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ?

উত্তর: মামলার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে হলে জেলা কমিটির সহায়ক কর্মকর্তা এবং অফিস সহকারী অথবা - 'লিগ্যাল এইড অফিস' এর সহায়ক কর্মকর্তা এবং অফিস সহকারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১৯. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কি ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হবে ?

উত্তর: এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাঠামো গঠন করা হবে:

ক. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ;

খ. জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি;

গ. উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি; এবং

ঘ. ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি ।

২০. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সদস্য কারা ?

উত্তর: প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা কমিটি থাকবে এবং এ কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

ক. জেলা ও দায়রা জজ (কমিটির চেয়ারম্যান);

খ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যূনতম অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

গ. জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা তার কর্তৃক মনোনীত ন্যূনতম অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

ঘ. জেলার জেল সুপারিনটেনডেন্ট;

ঙ. জেলা সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তা (যদি থাকে) ;

চ. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (যদি থাকে) ;

ছ. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা (যদি থাকে) ;

জ. জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

ঝ. জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান বা তার কর্তৃক মনোনীত কমিটির একজন প্রতিনিধি;

ঞ. জেলা আইজীবী সমিতির সভাপতি;

ট. জেলার সরকারি আইনজীবী;

ঠ. মহানগর দায়রা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর;

ড. জেলার বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক, যদি থাকে বা তাদের মধ্যে থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক;

ঢ. জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত জেলার বেসরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

ণ. জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক যিনি এই কমিটির সদস্য সচিব হবেন;

ত. মহানগর দায়রা জজ, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (মেট্রোপলিটন শহর); এবং

থ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (যদি থাকে এবং একাধিক থাকলে উক্ত ট্রাইবুনালের জ্যেষ্ঠ বিচারক ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর)।

২১. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মেয়াদ কত দিন ?

উত্তর: দুই বছর।

২২. প্রশ্ন: জেলা কমিটি কত দিন পরপর সভা (মিটিং) করবে ?

উত্তর: জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও নির্দিষ্ট সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিমাসে জেলা কমিটি কমপক্ষে একটি সভার আয়োজন করবে।

২৩. প্রশ্ন: জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি কী ?

উত্তর: এ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. সংস্থার নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আবেদন বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান;

খ. আবেদন মঞ্জুর হলে আবেদনকারীকে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ;

গ. আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ;

ঘ. আইনগত সহায়তা বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

ঙ. বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২৪. প্রশ্ন: উপজেলা কমিটির সদস্য কারা হবেন ?

উত্তর: প্রত্যেক উপজেলায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার একটি উপজেলা কমিটি থাকবে এবং এ কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে:

ক. উপজেলা চেয়ারম্যান (যিনি কমিটির চেয়ারম্যান হবেন) ;
খ. উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা) ;
গ. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;
ঘ. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;
ঙ. উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;
চ. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;
ছ. থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;
জ. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
ঝ. উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
ঞ. জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান;
ট. ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান;
ঠ. ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের একজন প্রতিনিধি;
ড. একজন মহিলা শিক্ষক;
ঢ. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি; এবং
ণ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (যিনি সদস্য সচিব হবেন)।

২৫. প্রশ্ন: উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির দায়িত্ব কী ?

উত্তর: উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক. আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আবেদন সংগ্রহ এবং গ্রহণ;
খ. আবেদন দ্রুত জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ;
গ. উপজেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
ঘ. বোর্ড, সংস্থা বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২৬. প্রশ্ন: ইউনিয়ন কমিটির সদস্য কারা হবেন ?

উত্তর: প্রত্যেক ইউনিয়নে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার একটি ইউনিয়ন কমিটি থাকবে। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। ইউনিয়ন কমিটির মনোনীত সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ হতে ৩ বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

ক. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (কমিটির চেয়ারম্যান হবেন);

খ. সংরক্ষিত আসনের তিনজন মহিলা সদস্য;

গ. ইউনিয়ন পরিষদের তিনজন সদস্য;

ঘ. একজন মহিলা সদস্য;

ঙ. আনসার ও ভিডিপির একজন মহিলা সদস্য;

চ. বাজার কমিটির সভাপতি অথবা একজন ব্যবসায়ী;

ছ. একজন এনজিও প্রতিনিধি;

জ. জাতীয় মহিলা সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

ঝ. উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

ঞ. একজন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর; এবং

ট. ইউনিয়ন পরিষদের সচিব (যিনি কমিটির সদস্য সচিব হবেন)।

২৭. প্রশ্ন: আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন কমিটি আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে:

ক. আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আবেদন সংগ্রহ এবং গ্রহণ করে দ্রুত জেলা কমিটির কাছে পাঠানো;

খ. ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি সম্বন্ধে জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

গ. বোর্ড, সংস্থা বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২৮. প্রশ্ন: সহায়তার জন্যে করা আবেদন জেলা কমিটি উপেক্ষা করলে কি করণীয় ?

উত্তর: জেলা কমিটি কোনো আবেদন বা দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করলে বিচারপ্রার্থী এই সিদ্ধান্তের ৬০ দিনের মধ্যে বোর্ডের কাছে আপিল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৯. প্রশ্ন: এই আইনে মামলার খরচ কে বহন করবে ?

উত্তর: সরকার। আবেদনকারীকে কোনো ধরনের ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।

৩০. প্রশ্ন: আইনি সহায়তার উদ্দেশ্যে মামলা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আইনজীবী কিভাবে মনোনয়ন করা হবে ?

উত্তর: নিম্নোক্ত উপায়ে আইনজীবী মনোনয়ন দেয়া হয়:

ক. বোর্ড এই আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে দায়েরযোগ্য মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত কোর্টে মামলা পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীদের একটি তালিকা তৈরি করবে;

খ. প্রত্যেক জেলা কমিটি জেলার কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলা আদালতে মামলা পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করবে; এবং

গ. উপযুক্ত মহিলা আইনজীবীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে একজনকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩১. প্রশ্ন: মামলা চালানোর জন্যে আইনজীবী আবেদনকারীর নিকট কোনো ফি চাইতে পারবে ?

উত্তর: না। এর সম্পূর্ণ খরচ আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা থেকে বহন করা হবে।

৩২. প্রশ্ন: দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ফি এর হার কত ?

উত্তর: সরকার আইনজীবীদের ফি বহন করবে।সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতে দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ফি-র হার নিম্নরূপ:

- আর্জি ও আপিল স্মারক তৈরির জন্য সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা,
- লিখিত জবাবের জন্য ১২০০ টাকা,
- ছানী মামলার দরখাস্ত বা আপত্তির জন্য সর্বোচ্চ ৭০০ টাকা,
- অন্তর্বর্তী দরখাস্ত বা আপত্তির জন্য সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা,
- সাধারণ দরখাস্ত সর্বোচ্চ ১০০ টাকা,
- সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য (চূড়ান্ত শুনানি)-
- পারিবারিক মামলায় সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা
- দেওয়ানি মামলায় সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা
- যুক্তিতর্ক বা আপিল মামলা শুনানির জন্য সর্বোচ্চ ৭০০ টাকা; এবং
- বিভিন্ন জরুরি দরখাস্ত শুনানির জন্য সর্বোচ্চ ২০০ টাকা।

৩৩. প্রশ্ন: জেলাভিত্তিক আইনি সহায়তা কেন্দ্রগুলো কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর: প্রত্যেক জেলা জজ কোর্টের নিচতলায় আইনগত সহায়তা প্রদান কেন্দ্র (লিগাল এইড অফিস) আছে।

৩৪. প্রশ্ন: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর: এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

১৪৫, নিউ বেইলী রোড (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৩৩১৯০৬, ৮৩৩১১৫১

ফ্যাক্স নং: ৯৩৩১৭৩৭

ই- মেইল: nlasobd@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফরম-'ক'

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

জেলা কমিটি .....

আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন

জেলখানার আবেদনের ক্ষেত্রে হাজতী নম্বর: .....তারিখ: .....নিবন্ধন নম্বর: .....

১। আবেদনকারীর নাম: .....বয়স: .....নারী/পুরুষ/শিশু

২। পিতা/স্বামীর নাম: .....মাতার নাম: .....

৩। বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম:.....পো:.....

থানা: ..... জেলা: .....ফোন: (যদি থাকে).....

৪। স্থায়ী ঠিকানা ও ফোন: .....

৫। তদবিরকারকের নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে): .....

ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক: .....

৬। আবেদনকারীর পেশা: .....বার্ষিক আয়: .....নির্ভরশীল সদস্যসংখ্যা: .....

৭। আইন সহায়তা প্রত্যাশা করা হয়েছে: (ক) বিচারাধীন মামলার জন্য □ (খ) নতুন মামলা দায়েরের জন্য □

৮। বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে (ক) আদালতের নাম: .....(খ) মামলা নম্বর: .....

(গ) মামলার বর্তমান অবস্থা (stage): .....(ঘ) পরবর্তী তারিখ: .....

(ঙ) মামলার বিষয়বস্তু ও ধরণ: ..... (চ) মামলার আবেদনকারী কোন পক্ষ: .....

(ছ) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বর্তমান অবস্থান - (১) কারাগারে □ (২) জামিনে মুক্ত □

(৩) নিরাপত্তা হেফাজতে □ (৪) অন্যান্য .....

(জ) মামলার প্রতিপক্ষের নাম: .....

(ঝ) আইনজীবীর নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে): .....

৯। নতুন মামলা দায়েরে ক্ষেত্রে:- (ক) মামলার ধরণ: (১) ফৌজদারী □ (২) দেওয়ানী □ (৩) পারিবারিক □ (৪) নারী নির্যাতন □ (৫) অন্যান্য: .....

(খ) আদালতের নাম: .....

(গ) মামলার বিষয়বস্তু: .....

(ঘ) প্রতিপক্ষের নাম: .....

১০। আইনগত সহায়তা প্রার্থনার কারণ: .....

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্য আমার জানা মতে সত্য। আমি আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও তার জেলা কমিটির সকল নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১১। প্রেরণকারী/সুপারিশকারীর মতামত: ----------

---------- নিবেদক----------

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি)

নাম: ----------

অফিস কর্তৃক পূরণীয়:

১২। অফিস কর্মকর্তার মন্তব্য ও প্রতিস্বাক্ষর: .....

১৩। মনোনীত প্যানেল আইনজীবীদের নাম: (১) .....(২) .....(৩) .....

১৪। নিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীর নাম: .....আইডি নং: .....

---------- (অফিস কর্মকর্তার স্বাক্ষর) তারিখ: .....

তথ্যসূত্র:

- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০
- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী) প্রবিধানমালা, ২০১১
- অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা বিষয়ক লিফলেট, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা